ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৯২৮
আগরতলা, ১৯ নভেম্বর, ২০১৮

২৯তম শিল্প ও বাণিজ্য মেলা
২৯ জানুয়ারি থেকে

রাজ্যে ২৯-তম শিল্প ও বাণিজ্য মেলা আগামী ২৯ জানুয়ারি, ২০১৯ থেকে শুরু হচ্ছে আগরতলার হাঁপানিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে। তেরোদিনব্যাপী শিল্প ও বাণিজ্য মেলা চলবে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের পৌরোহিত্যে এক পর্যালোচনা সভা সচিবালয়ের ২নং সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। শিল্প ও বাণিজ্য মেলার সর্বাঙ্গীন ব্যবস্থাদি নিয়ে পর্যালোচনা সভায় অতিরিক্ত মুখ্যসচিব ড. জি এস জি আয়েঙ্গার, মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব কুমার অলক সহ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও বিভিন্ন দপ্তরের শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা ড. সন্দীপ আর রাঠোর শিল্প ও বাণিজ্য মেলাকে সর্বাঙ্গীন সফল করতে গৃহিত ব্যবস্থাদি সর্ম্পকে অবহিত করেন।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিল্প মেলায় কৃষির আধুনিকতম ব্যবস্থার উন্নয়নের উপর সবচেয়ে বেশি জোর দিতে হবে। পাশাপাশি শিল্পের উন্নয়নে পর্যটন, রাবার, চা, ডেয়ারি, প্রাণী সম্পদ, ইত্যাদি কিভাবে আরও উন্নয়ন করা যায় সে বিষয়েও গুরুত্ব দিতে হবে। এজন্য মেলায় প্রতিদিন এসব বিষয় নিয়ে আলোচনাচক্রের আয়োজন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এক্ষেত্রে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের এসব বিষয়ে দক্ষ এমন ব্যক্তিদের মেলায় আমন্ত্রণ জানানোর পরামর্শও দেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও মেলায় প্রতিদিন যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হবে তা সংবাদপত্র, বৈদ্যুতিন মাধ্যম ও ফ্ল্যাক্সের মাধ্যমে প্রচারে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই মেলাকে শুধু ব্যবসার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ভবিষ্যতে রাজ্যের শিল্পকে কিভাবে আরও উন্নত করা যায় তার পরিকল্পনা নিতে হবে। মেলায় বিভিন্ন দপ্তরের যে স্টলগুলি খোলা হবে এর মাধ্যমে রাজ্য সরকার ভবিষ্যতে শিল্পের উন্নয়নে কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সেগুলির বিষয়ে মেলায় আগত দর্শনার্থীদের অবহিত করতে হবে। রাজ্যে উৎপাদিত বিখ্যাত পণ্যগুলিকে মেলায় আরও বেশি করে প্রচারে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি এই পণ্যগুলিকে বাজারজাত করার জন্য ই-মার্কেটিং-এর উপর গুরুত্ব দিতে বলেন তিনি।

সভায় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা ড. সন্দীপ আর রাঠোর জানান, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও রাজ্য সরকার অধিগৃহীত বিভিন্ন সংস্থা সহ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও কেন্দ্রীয় সরকার অধিগৃহীত বিভিন্ন সংস্থা এবং বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, মালয়েশিয়া, চিন, সিঙ্গাপুর, মায়ানমার, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশের বাণিজ্যিক সংস্থাকেও মেলায় অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছে। মেলাকে সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে একটি কার্যকরী কমিটি এবং ৯টি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। মেলা উপলক্ষে পার্কিং-এর যথাযথ ব্যবস্থা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সভায় উপস্থিত সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন।

*****